ভারতীয় জনতা পার্টি

কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নয়াদিল্লি

৬ মার্চ, ২০১৪

মীনাক্ষী লেখির প্রেস বিবৃতি

আপের পাপ

১. কংগ্রেসের কালা-কৌশল দফতরের ভাড়া করা নয়া গুন্ডা দলের নাম আপ। গুজরাতে কেজিওয়ালকে নিয়ে সামান্য একটা ইস্যুতে ফেটে পড়া প্রতিবাদের চেহারাটা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় হয়ে উঠল, কেন? একটা দুর্নীতি ফাঁস হলেই কংগ্রেস দলের অভ্যস্ত চাতুরি হল সকলের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া। আপ-কে নিয়ে বিজেপি অথবা মোদীর কোনও আতঙ্ক নেই। এমনকী আপ জাতীয় দলও নয়। আয়ের উৎস-সহ থেকে তাদের সব কিছুই অস্পষ্ট। তাদের প্রধান সদস্যরা সোনিয়া গান্ধীর সাংবিধানিক বহির্ভূত এনজিও এনএসির সঙ্গে জড়িত। তাদের আইনি তারকা বিচ্ছিন্নবাদী বলে পরিচিত এবং অনেক সদস্য দেশবিরোধী শক্তিকে মদত দেন। এই হল আপ। প্রতিটি জনসভায় সাড়া না পেয়ে মরিয়া কংগ্রেস সত্য চাপা দিতে আপ-কে এভাবে ছেড়ে দিয়েছে। এই সব ঘটনাই হল আগামী দিনে কংগ্রেসের শক্তিক্ষয়ের ইঙ্গিত।

২. ২০০৪-এ লালকৃষ্ণ আডবাণীকে (উপ-প্রধানমন্ত্রী) পাটনায় থামিয়ে দিয়েছিলেন জেলাশাসক। আডবাণী তখন বলেছিলেন, **"রাত ১০টার মধ্যে ভাষণ শেষ করে মর্যাদাকে (আদর্শ আচরণবিধি) মান্যতা দেব।"** পাটনায় গত অক্টোবরে বোমা বিস্ফোরণে **৫ জনের মৃত্যু হলেও বিজেপি কোনও ভাঙচুরের পথ নেয়নি।** বিজেপি প্রতিক্রিয়াও জানায়নি কারণ দল মনে করে দেশ চলবে আইনি শাসন মেনে। আপের নাটুকেপনার সঙ্গে তুলনা টেনে বলতে চাই, আমরা দেশের আইন মেনে চলার পন্থী, নৈরাজ্যবাদী নই। নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর কেজরিওয়ালের উচিত ছিল তা মেনে চলা। শেষ পর্যন্ত তাঁকে থামিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার। **আমরা কি দেশকে লিবিয়া, সিরিয়া করে তুলতে চাই?**

৩. প্রচারপর্ব সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরই আদর্শ আচরণবিধি চালু হয়ে যায়। রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কার্যকলাপ সংক্রান্ত সবকিছুর ব্যাপারে পুলিস ও জেলা প্রশাসন নির্বাচন কমিশনারের কাছে দায়বদ্ধ। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা রুজু হয়নি। বিধি মেনেই তাঁর রোড শো থামিয়ে শোভাযাত্রার প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে বলা হয়েছিল। **পুলিস কেন আইন মেনে কাজ করবে না? কারণ জড়িত ব্যক্তি একজন প্রাক্তন আইআরএস অফিসার! নির্বাচন কমিশন রাজস্ব দফতর সহ**

সমস্ত প্রশাসনিক অফিসারকেই কাজে লাগায়। হয় তিনি তাঁর দফতরের কাজে জড়িত না থাকায় আইনি দিকটি জানতেন না, অথবা তিনি জেনেশুনেও স্রেফ সস্তা প্রচারের টানে একাজ করেছেন কংগ্রেস দলের স্পনসর করা এই কর্মসূচিতে।

৪. অরবিন্দ কেজরিওয়াল **একজন স্বঘোষিত অ্যানার্কিস্ট** এবং সিআইএ-র চর বলেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। অগাস্তা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারি থেকে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিতেই তিনি তাঁর প্রভুদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছেন। **এই নাটক চলছে দৃষ্টি ফেরাতে। ভিভিআইপিদের জন্য ৩৬০০ কোটি টাকায় ১২টা হেলিকপ্টার কেনার জন্য মধ্যস্থতাকারীদের ঘুষ দেওয়া হয়। কংগ্রেস সভানেত্রী ও তাঁর পরিবারের দিকে আঙুল উঠেছে। এই কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই।** রোলস রয়েস, ন্যাশনাল হেরাল্ড, লুতইয়েন, অগাস্তা কেলেঙ্কারির পর আরও কত কী দুর্নীতি ফাঁস হবে কে জানে!

৫. **অশ্বিনীর ফাঁস করে দেওয়া তথ্য ঢাকতেই কী আপের এই নাটক:** সকাল ১১টায় রিপোর্ট জমা পড়ে। দুপুর ২টোয় সাংবাদিক বৈঠক হয়। প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সামনে বিক্ষুব্ধ অশ্বিনীকুমার উপাধ্যায় আপ সম্পর্কে বহু গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন। আপ-এর জাতীয় পরিষদের সদস্য উপাধ্যায়ের সন্দেহ তাঁদের দল অথবা নেতৃত্বের সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র যোগাযোগ রয়েছে। **দলের ৩০০ জন জাতীয় পরিষদের সদস্যের মধ্যে প্রায় জনা পঞ্চাশেক ক্ষুব্ধ অথবা ইস্তফা দিয়েছেন। ৪ মার্চ তারিখে উপাধ্যায়ের ই-মেলের শিরোনাম, "সিআইএ, আইএসআই, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, বিদেশের টাকায় চলা দেশের এনজিও ও ব্যক্তিবিশেষের দেশবিরোধী কাজ।"**

৬. প্রিয় মহাশয়, সিআইএ, পাকিস্তানের আইএসআই, মার্কিনি এনজিও ফোর্ড ফাউন্ডেশন, এনজিও আওয়াজ ও বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্র বহু ভারতীয় এনজিও ও ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে অর্থ জোগায়। সাহায্যপ্রাপ্ত এই সব ভারতীয় এনজিও ও ব্যক্তিদের অধিকাংশই বিচ্ছিন্নতাবাদী, মাওবাদী, নকশাল ও উগ্রপন্থীদের মদত দেয় এবং তারা সক্রিয় বা পরোক্ষে জাতীয় বিরোধী কাজে জড়িত। এরা জাতি-ধর্ম ভেদে বিভিন্ন ইস্যুতে সামাজিক ঐক্য ও দেশের সংহতির বিরুদ্ধে মানুষকে তাতিয়ে বেড়ায়। সিআইএ ও আইএসআইয়ের মদতপুষ্ট এইসব সংস্থার বহু ব্যক্তি নির্বাচনে দাঁড়ায়। ২০০২-১২-র মধ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত অর্থ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাজকর্ম নিয়ে তদন্ত হলেই সব তথ্য বেরিয়ে আসবে।

৭. আপ-এর অভ্যন্তরীণ লোকপাল অ্যাডমিরাল (অবসরপ্রাপ্ত) লক্ষ্মীনারায়ণ রামদাস ও তাঁর পরিবার **ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত। রামদাসের বড় মেয়ে কবিতা রামদাস দক্ষিণ এশিয়ার ফোর্ড ফাউন্ডেশনের মাথা। তাঁর স্ত্রী লীলা বিশাখা গাইডলাইনের অন্তর্গত কমিটির প্রধান। রামন ম্যাগসেসাই পুরস্কারপ্রাপ্ত রামদাসের পরিবার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পুরস্কারের পথ খুলতে তদ্বির**

ম্যাগসেসাই পুরস্কারপ্রাপ্ত রামদাসের পরিবার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পুরস্কারের পথ খুলতে তদ্বির চালাচ্ছে।

৮. আমরা একটি রাজনৈতিক দলের আদর্শের বিরুদ্ধে নয়। আমরা দেশ বিরোধী কর্মসূচির বিরুদ্ধে (পড়ুন, কাশ্মীর, বাটলা, তৌকির, ইশরাত, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস নিয়ে প্রতিক্রিয়া, শীর্ষ নকশাল নেতার আপ-এ যোগদান)। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মতামত থাকতেই পারে কিন্তু ইট ও লাঠি দিয়ে একী ধরনের মতামত প্রকাশ করেছে! কথার ভিত্তি নেই, শুধু বড় বড় বুলি কপচে তারা এক ভুয়ো আদর্শের ঢাক পেটায়। কাশ্মীর ও নকশাল নিয়ে জাতীয়তা বিরোধী কথা বলে। আপ-কে যাঁরা অর্থ দিয়েছেন তাঁদেরকে আমার প্রশ্ন, এদের কাজে আপনারা কী এখন খুশি? ফোটোতে দেখা গেছে দিল্লির তিলক নগরের বিধায়ক জার্নেইল সিং ইট ছুড়ছেন- লজ্জার!

অরুণকুমার জৈন
অফিস সেক্রেটারি